পাঠ পরিকল্পনা-১৮ (শ্রেণি : নবম)

অধ্যায়-২ : শরিয়তের উৎস

পাঠ-১২ : নিয়ত সম্পর্কিত হাদিস

সময় : ৩৫ মিনিট

সময়	বিবরণ
৫ মিনিট	উপস্থিতি পর্যালোচনা ও নতুন পাঠের উপর পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা ১. নিয়ত কী?
১০ মিনিট	**نِيَّةٌ-এর পরিচয়** প্রতিটি কাজের জন্য নিয়্যতের বিশুদ্ধতা জরুরি। পরিভাষায় আল্লাহর সন্তোষ লাভ ও তাঁর আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করার দিকে মনের লক্ষ্য আরোপ ও উদ্যোগ গ্রহণ করাকে নিয়ত বলে।কোনো কাজের সফলতা নির্ভর করে নিয়্যতের বিশুদ্ধতার ওপর। نِيَّةٌ এর অর্থ হলো– সংকল্প করা, ইচ্ছে করা, দৃঢ়তা ব্যক্ত করা ইত্যাদি। ইমাম খাত্তাবী বলেছেন, অন্তর দ্বারা কোনো বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য আরোপ করা এবং নিজের দ্বারা এর বাস্তবায়নের ওপর জোর দেয়াকে নিয়ত বলে। নূরুল ইযাহ গ্রন্থকার বলেন, কোনো কাজের ওপর মনের ইচ্ছে পোষণকে নিয়ত বলে। মহানবী (সা.)-এর বাণী, اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ। "আমলসমূহ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল" সাধারণভাবে নিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদিসটির একটি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ ও উপলক্ষ রয়েছে। নবী করিম (সা.) মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করার পর চারদিকের সব মুসলিমকে মদীনায় হিজরত করার জন্য নির্দেশ দেন। তখন কিছু লোক হিজরত করা হতে বিরত থাকে। কিন্তু মুখলিস ঈমানদার লোকেরা চারদিক হতে হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হন। তন্মধ্যে একজন লোক এক মহিলা মুহাজিরকে বিবাহ করার নিয়তে মদীনায় হিজরত করেন। এ মহিলাটির নাম "উম্মে কায়েস" কিংবা "কাইলা"। এ হিজরতকারীর মক্কা হতে মদীনায় উপস্থিত হওয়ার মূলে উক্ত মহিলাকে বিয়ে করাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। হিজরতের ব্যাপারে রাসূলের নির্দেশ পালন ও সাওয়াব লাভ করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। তখন নবী করিম (সা.) এ হাদিসটি বলেন। এ কারণেই হাদিসটিতে কোনো নারীকে বিয়ে করার জন্য হিজরত করার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
১০ মিনিট	হাদিসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, কারো কারো মতে, ইসলাম সম্পর্কিত ইলম এর এক তৃতীয়াংশের গুরুত্ব গ্রহণ করে এ হাদিসটি। বান্দার সমস্ত কাজ তার অন্তর, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও মুখ দ্বারা সম্পন্ন হলেও অন্তর দ্বারা সম্পাদিত কাজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগণ্য। আর ইবাদত কবুলের জন্য অন্তরের বিশুদ্ধতা অপরিহার্য। কাজেই হাদিসটির মর্মকথা হলো ইবাদতের ক্ষেত্রে নিয়ত শর্ত বিশেষ। নিয়ত ছাড়া কোনো কাজের গ্রহণযোগ্যতা নেই। নিয়তই মানুষের কাজের দিক নির্দেশ করে। সুতরাং সকল কাজের ভালো ও মন্দ, গ্রহণযোগ্যতা কিংবা অগ্রহণযোগ্যতা একমাত্র নিয়তের ওপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল। একথা সুস্পষ্ট করে বলাই এ হাদিসটির মূল লক্ষ্য। যে কাজ সৎ নিয়তে করা হবে তা সৎ কাজরূপে গণ্য হবে এবং আল্লাহর দরবারে মূল্য ও সম্মান লাভ করতে সক্ষম হবে। অপরদিকে কোনো ভালো কাজও যদি খারাপ উদ্দেশ্যে করা হয় তবে তা কখনও ভালো কাজরূপে গণ্য হতে পারে না, আল্লাহর নিকট তা গ্রহণযোগ্যও হবে না। সেটা বাহ্য দৃষ্টিতে যত ভালো কাজ বলে মনে হোক না কেন।
৫ মিনিট	**হাদিসের শিক্ষা** ১. মহান আল্লাহ পরকালে সকল কৃতকর্মের হিসাব নিবেন, সুতরাং তিনি অন্তরজামি হিসেবে আমাদের অন্তরের ইচ্ছা কী ছিলো, সেটা জানবেন। এবং তিনি নিয়ত অনুসারেই প্রতিফল দিবেন। ২. সৎ নিয়তে কোনো কাজের প্রচেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও সাওয়াব পাওয়া যায়। ৩. অসৎ উদ্দেশ্যে কোনো ভালো কাজ করলেও তার জন্য শাস্তি নির্ধারিত। ৪. মহান আল্লাহ বাহ্যিক আমলের পাশাপাশি অন্তরের দিকেও খেয়াল রাখেন। ৫. নিয়ত যদি ভালো হয়, তাহলে মহান আল্লাহ সে কাজের সফলতা সহজ করে দেন।
৫ মিনিট	**শিক্ষার্থীদের পিডব্যাক/পাঠোত্তর মূল্যায়ন** মামুন সাহেব অত্যন্ত মনোযোগের সাথে বেশি সময় নিয়ে নামায আদায় করেন। করিম সাহেব বললেন, আমিও নামায পড়ি। কিন্তু আপনার নামাযে এত দেরি হওয়ার কারন কী? মামুন সাহেব বললেন, এভাবে নামায আদায় করলে মানুষেরা আমাকে মুত্তাকী ও ধার্মিক বলবে। করিম সাহেব বললেন, আপনার নিয়ত ঠিক করুন। ক. নিয়ত অর্থ কি? খ. নিয়ত ঠিক হওয়ার প্রয়োজন কেন? গ. মামুন সাহেব কীভাবে নামায আদায় করলে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারবেন?ব্যাখা কর। ঘ. মামুন সাহেবের এ ধরনের নামায আদায়ের জন্য পরকালীন পরিণাম বিশ্লেষণ কর।